ক্যানন ভিয়েতনাম প্লান্ট

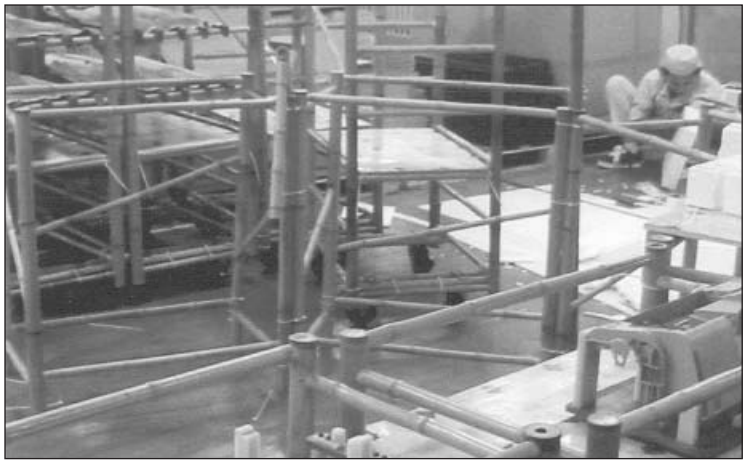

- †gvU Pwn`vi 10% wc›Uvi Drcv`b
- wimvB‡Kj cwµqvq KvPvgvj e¨envi
- cwi‡ek evÜe chw³
- wbR¯ HwZ‡n¨ evk-†e‡Zi ^Zwi Uwj

আরাফাতুল ইসলাম *ভিয়েতনাম থেকে ফিরে*

সমাজতান্ত্রিক দেশ ভিয়েতনাম। দীর্ঘ ৩৫ বছর আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ শেষে তারা এখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই মুহূর্তে দেশটিতে পুরোদস্তুর উন্নয়নের কাজ চলছে। এই উন্নয়নের গতি বেশ দ্রুতই বলা চলে। কারণ দেশটি ইতিমধ্যে উন্নয়নশীল দেশের একটি মডেল হিসেবে গণ্য হচ্ছে এশিয়ার অন্যান্য দেশের কাছে। যুদ্ধবিগ্রহ সমাপ্তির পর অল্প সময়ের মধ্যে তাদের এত উন্নতির পেছনে রয়েছে সে দেশের সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং বিদেশী বিনিয়োগ। ইতিমধ্যে সেখানে বিনিয়োগ শুরু করেছে প্যানাসনিক, সনি এরিকসন, ক্যাননের মতো আন্তর্জাতিকমানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি ক্যানন ভিয়েতনাম ম্যানুফ্যাকচার প্লান্ট পরিদর্শনে যান বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী কম্পিউটার ব্যবসায়ী ও তথ্যপ্রযুক্তির সাংবাদিক। ভিয়েতনাম থেকে ফিরে রিপোর্টটি করেছেন তথ্যপ্রযুক্তির সাংবাদিক মোঃ আরাফাতুল ইসলাম।

অল্প সময়ে এগিয়ে চলা

ক্যানন ভিয়েতনাম প্লান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে। এরপর মার্চ ২০০২ থেকে এই ফ্যাক্টরি থেকে প্রিন্টার প্রোডাকশন শুরু করা হয়। এত স্বল্প সময়ে প্রোডাকশনের বিষয়টি সম্পর্কে ক্যানন ভিয়েতনাম প্লান্টের জেনারেল ম্যানেজার টিসুওসি ওডাজিমা (Tsuyoshi Odajima) জানান, 'আমরা মূল প্লান্ট তৈরির কাজ শুরু করি ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। মাত্র ৭ মাসের মাথায় ২০০২ সালের মার্চ মাসে আমরা বাবল জেট প্রিন্টার উৎপাদন শুরু করি। এই স্বল্প সময়ে প্লান্ট প্রস্তুতের পেছনে কাজ করেছে আমাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং ভিয়েতনাম সরকারের সর্বাত্মক সহায়তা। প্লান্টের জন্য আলাদা গ্যাস লাইনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ভিয়েতনাম সরকার মাত্র ৪৮ ঘন্টার ভেতর আলাদা গ্যাস লাইনের অনুমোদন দেয় এবং অনুমোদনের সাত দিনের মধ্যে প্লান্টে গ্যাস সরবরাহ পৌঁছে যায়। এরকম অনেক সহায়তা খুব সহজেই ভিয়েতনাম সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে ক্যানন। যার ফলশ্রুতিতে আজকের এই প্লান্ট।'

এক্সপোর্টিং স্মাইল টু দি ওয়ার্ল্ড

ক্যানন ভিয়েতনাম প্লান্টের স্লোগান এটি। প্লান্টটিতে বেশকিছু বিষয়ের সুন্দর সমন্বয় রয়েছে। তার কিছুটা জানা যাক ক্যানন ভিয়েতনামের জেনারেল ডিরেক্টর কাজিয়ামা সাচিও'র কাছ থেকে। 'আমাদের এখানে ভিয়েতনামি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন জাপানি কাজ করছেন। এই প্লান্টে যন্ত্রপাতি এবং মানুষ দু'ভাবে প্রোডাক্ট তৈরির কাজ হয়। সেই অর্থে এই প্ল্যান্ট পুরোপুরি যন্ত্রনির্ভর নয়। আমরা লোকাল এবং আন্তর্জাতিক মার্কেটে প্রিন্টার সরবরাহ করছি। আর টেকনোলজির ক্ষেত্রে এখানে যেমন সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে তেমনি বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী দেশীয় প্রযুক্তিও ব্যবহার করছি আমরা। আর সর্বশেষ আমরা এখানে শুধু প্রিন্টারই তৈরি করছি না, এখানে এসেম্বেলিংয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডও রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে আমরা একটি সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করেছি এই প্লান্টে।'

সহায়তা দিতে যাদের জন্ম

কোনো দেশে একটি আন্তর্জাতিকমানের ম্যানুফ্যাকচার প্লান্ট তৈরি হলে তাকে ঘিরে

তৈরি হয় আরো অনেক ছোট ছোট শিল্প-কারখানা। ক্যানন ভিয়েতনামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। শুধু এই প্লান্টে পণ্য সরবরাহের জন্য তৈরি হয়েছে আরো প্রায় ২২টি স্থানীয় শিল্প-কারখানা। এসব কারখানা প্রিন্টার তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে ক্যানন প্লান্টে। 'ক্যানন প্লান্টে উৎপাদন শুরুর সময় আমাদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে হয়েছে। তবে বর্তমানে প্রেক্ষাপট বদলে গেছে। এখন ভিয়েতনামেই অনেক শিল্প-কারখানা তৈরি হয়েছে যারা আমাদেরকে কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে। ফলে আমাদের আমদানি খরচ অনেকটাই কমে গেছে। ভিয়েতনামি শিল্প-কারখানাগুলো আন্তর্জাতিকমানের প্রিন্টার-সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল সরবরাহে সক্ষম হচ্ছে। কারণ আমরা গুণগতমান সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েই এসব শিল্প-কারখানা থেকে পণ্য নিচ্ছি। জানালেন কাজিয়ামা সাচিও।

উচ্ছিষ্ট দিয়ে পুনরায় পণ্য তৈরি

পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্যাননের বিশ্বব্যাপী সুনাম রয়েছে। আর এই সুনামের কারণ খুঁজে পাওয়া গেল এই প্লান্টে। প্লান্টটির আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে রিসাইকেল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় মাত্র ১ শতাংশ প্রিন্টার কাঁচামাল নষ্ট হয়। বাকিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রিন্টার পণ্য তৈরির কাজেই ব্যবহার করা হয়। এই রিসাইকেল প্রক্রিয়া সম্পর্কে টিসুওসি জানান, 'এই প্লান্টে পণ্য তেমন একটা নষ্ট হয় না বললেই চলে। কারণ আমরা রিসাইকেল প্রক্রিয়া একই কাঁচামালকে বারবার ব্যবহার করি। দেখা যায় একবার যেটি মোল্ট হচ্ছে সেটিকে আবারও নতুন করে প্রিন্টার পণ্য তৈরিতে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশ দূষণ তেমন একটা হচ্ছে না। পাশাপাশি আমাদের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।' তবে যে ১ শতাংশ কাঁচামাল একেবারেই প্রিন্টার পণ্য তৈরির অযোগ্য হয়ে যায় তা দিয়েও তৈরি করা হয় বিভিন্ন বস্তু। এই বস্তুগুলোর তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্ক্রু, নির্মাণকাজে ব্যবহার উপযোগী লোহা ইত্যাদি।

খরচ কমাতে দেশীয় পণ্য

ভিয়েতনামিরা বাঁশ এবং বেতের তৈরি বিভিন্ন পণ্য ব্যবহার করে। এটি ভিয়েতনামিদের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য স্থান করে নিয়েছে ক্যাননের প্লান্টেও। এখানকার বিভিন্ন ধরনের ট্রলি থেকে শুরু করে চেয়ার-টেবিলে পর্যন্ত তৈরি করা হচ্ছে বাঁশ-বেত দিয়ে। আর বাঁশ-বেতের পণ্য ব্যবহারের আসল রহস্য জানা গেল কাজিয়ামার কাছ থেকে। প্লান্ট তৈরির শুরুর দিকে আমরা বিভিন্ন স্টিলের ট্রলি ব্যবহার করতাম। প্রিন্টার ব্যবহারের জন্য একেকটি ট্রলির পেছনে আমাদের খরচ পড়তো প্রায় ৬৩ ডলারের মতো। একই কাজে ব্যবহার উপযোগী ট্রলি আমরা বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি করেছি মাত্র ৩ ডলার খরচ করে। এবার আপনিই বলুন কোনটি লাভজনক? পাশাপাশি বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি এসব ট্রলি অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী এবং পরিবেশ বান্ধব।' ভিয়েতনাম প্লান্টের মধ্যে আরেকটি ছোট্ট প্লান্ট রয়েছে যেখানে বাঁশ-বেতের পণ্য তৈরি করা হয়। এখানকার এক কর্মচারী নাহম জানান, 'আমি এখানে অবসর সময়ে কাজ করছি। আমি মূলত ক্যানন প্লান্টের কর্মচারী। আমার মতো অনেকেই এখানে কাজ করছে। ক্যাননের পক্ষ থেকে আমরা বাঁশ-বেতের পণ্য তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছি। এরপর এখানেই পণ্য তৈরি করছি।' ক্যানন ভিয়েতনাম বাঁশ-বেতের পণ্য তৈরির খরচও অনেকটা কমিয়েছে এই ছোট্ট প্লান্ট তৈরি করে। পাঠক বুঝতেই পারছেন, হাড়কিপ্টা কাকে বলে?

বিশ্বের বৃহৎ বিজে প্রিন্টার ম্যানুফ্যাকচার প্লান্ট

বর্তমানে ভিয়েতনাম ম্যানুফ্যাকচার প্লান্ট ক্যাননের মোট চাহিদার শতকরা ১০ ভাগ প্রিন্টার উৎপাদন করছে। আর এখান থেকে বিশ্বের প্রায় ২৪টি দেশে প্রিন্টার রপ্তানি করা হয়। এ ব্যাপারে কাজিয়ামা সাচিও জানান, 'আমরা বর্তমানে আমেরিকার ২৭%, ইউরোপের ২৮% এবং এশিয়া অঞ্চলের ৩৫% মার্কেটে ক্যানন বিজে প্রিন্টার রপ্তানি করছি। তবে আগামী বছর এই চিত্রটিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। প্লান্টের নতুন অংশে উৎপাদন শুরু হলে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাবল জেট প্রিন্টার ম্যানুফ্যাকচার প্লান্টে পরিণত হবো। তখন প্রতিদিন গড়ে ৫০,০০০ ইউনিট প্রিন্টার উৎপাদন সম্ভব হবে। আগামী বছর থেকে ক্যাননের সব ধরনের বিজে প্রিন্টার এই প্লান্টে তৈরি করা হবে।'

ভিয়েতনামে ক্যানন প্লান্ট, নেপথ্যে যা...

ভিয়েতনামে ক্যানন প্লান্ট স্থাপনের নেপথ্যে রয়েছে বেশকিছু কারণ। বিশেষ করে ভিয়েতনামের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, উন্নত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সে দেশের সরকারের সর্বাত্মক সহায়তাই ক্যাননকে আগ্রহী করে তুলেছে প্লান্ট স্থাপনের ব্যাপারে। 'একটি প্লান্ট স্থাপন মানে কয়েক কোটি ডলারের বিনিয়োগ। আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো দেশে এ ধরনের বিনিয়োগের আগে সে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনশৃঙ্খলা এবং শ্রমিকের ব্যাপারগুলোর দিকে বেশি নজর দেয়। এসব মিলিয়ে ক্যানন ভিয়েতনামকেই পছন্দ করেছে প্লান্ট স্থাপনের আদর্শ দেশ হিসেবে। ভিয়েতনাম সরকারও ক্যাননকে অনেকভাবে আগ্রহী করেছে এখানে প্লান্ট স্থাপনের জন্য।' জানালেন টিসুওসি ওডাজিমা।

আমাদের দেশেও সম্ভব এ ধরনের প্লান্ট স্থাপন। তবে এজন্য দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনেক উন্নয়ন প্রয়োজন। গুণীজনরা মনে করেন, এই তিনটি বিষয়ে স্থিতিশীলতা এলে এ দেশেও বড় বড় আন্তর্জাতিকমানের প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। আর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদেশী বিনিয়োগ এই মুহূর্তে বেশি প্রয়োজন।

এক নজরে ক্যানন ভিয়েতনাম কো. লি.

কোম্পানি নাম : ক্যানন ভিয়েতনাম কো. লি.
জেনারেল ডিরেক্টর : মি. কাজিয়ামা সাচিও (Mr. Kageyama Sachio)
প্রতিষ্ঠাকাল : ১১ এপ্রিল, ২০০১
প্রোডাকশন শুরু : মার্চ, ২০০২
ইনভেস্টমেন্ট ক্যাপিটাল : ১৭৬.৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার
ম্যানুফ্যাকচার প্লান্ট এরিয়া : ২০০০০০ বর্গমিটার
প্ল্যান্ট : ২৬০০০ বর্গমিটার (২০০৫ সাল নাগাদ এই প্লান্ট দাঁড়াবে ৭৬০০০ বর্গমিটারে!)
কর্মকর্তা-কর্মচারী : ২৪৯৪ জন (২৭ জন জাপানিসহ)
এই প্লান্টে মহিলা চাকরিজীবীর সংখ্যা ৮০% এবং পুরুষের সংখ্যা মাত্র ২০%।
প্রোডাকশন টাইপ : ক্যানন বাবল জেট প্রিন্টার
প্রতি মাসে প্রোডাকশন : ৫০০০০০ ইউনিট বিজে প্রিন্টার ২০০৫ সালে প্রোডাকশন হবে ১.২ মিলিয়ন বিজে ইউনিট প্রিন্টার (প্রতি মাসে)
টার্নওভার : ২৪.৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২০০২), ১৪৮ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২০০৩), ২০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (২০০৪)